Bangla

জানাজার নামাজের ফজীলত

রাসূল (সঃ) বলেছেন "যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে এবং সওয়াবের উদ্দেশ্যে কোনো মুসলমানের জানাজায় গেল এবং তার জানাজার নামাজ পড়া ও তার দাফন কাজ শেষ করা পর্যন্ত তার সাথে থাকল, সে দুই কিরাত সাওয়াব নিয়ে ফিরবে। প্রতিটি কিরাত উহুদ পাহাড়ের সমান। আর যে ব্যক্তি জানাজা পড়ে তাকে দাফন করার আগে ফিরে আসবে, সে এক কিরাত সাওয়াব নিয়ে ফিরবে।" (বুখারি)

ওহুদ পাহাড়ের তথ্য

১. দৈর্ঘ্য: ৭ কিলোমিটার
২. প্রশস্ততা: ২ থেকে ৩ কিলোমিটার
৩. উচ্চতা: ১,০৭৭ মিটার
৪. ওজন: (৪৫) বিলিয়ন টন

প্রশ্নঃ আপনি কি এরপর আর জানাজার নামাজ পরিত্যাগ করবেন?

জানাজার নামাজের নিয়ম

- সুন্নাত হলো মৃত ব্যক্তি পুরুষ হলে ইমাম মাথা বরাবর দাঁড়াবেন এবং স্ত্রী লোকের ক্ষেত্রে শরীরের মাঝ বরাবর দাঁড়াবেন
- ইমাম চারবার তাকবীর (আল্লাহু আকবার) বলবেন এবং প্রত্যেক তাকবীরের সাথে হাত উঠাবেন

১. প্রথম তাকবীরের পর আউজুবিল্লাহ এর সহিত সূরা ফাতিহা পড়বেন

২. দ্বিতীয় তাকবিরের পর নবীজির প্রতি দরুদ শরীফ পাঠ করবেন: আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিউ ওয়া আলা আলি মুহাম্মাদ, কামা সাল্লাইতা আলা ইবরাহীমা ওয়া আলা আলি ইবরাহীমা ইন্নাকা হামিদুম মাজিদ। আল্লাহুম্মা বারিক আলা মুহাম্মাদিউ ওয়া আলা আলি মুহাম্মাদ, কামা বারাকতা আলা ইবরাহীমা, ওয়া আলা আলি ইবরাহীমা, ইন্নাকা হামিদুম মাজিদ।

(হে আল্লাহ! তুমি মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও তাঁর বংশধরের প্রতি রহমত নাযিল করো যেমন রহমত নাযিল করেছিলে ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম ও তাঁর বংশধরের প্রতি। নিশ্চয় তুমি প্রশংসনীয় ও মর্যাদাবান। হে আল্লাহ! তুমি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর বংশধরের প্রতি বরকত নাযিল করো যেমন বরকত নাযিল করেছিলে ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম ও তাঁর বংশধরের প্রতি। নিশ্চয় তুমি প্রশংসনীয় ও মর্যাদাবান।)

৩. এবং তৃতীয় তাকবীরের পর পড়বেন: আল্লাহুম্মাগফির লিহায়্যিনা ওয়া মায়্যিতিনা ওয়া ছাগিরিনা ওয়া কাবিরিনা ওয়া জাকারিনা ওয়া উনছানা ওয়া শাহিদিনা ওয়া গায়িবিনা, আল্লাহুম্মা মান আহ্ইয়াইতাহু মিন্না ফা আহয়িহি আলাল ঈমান ওয়া মান তাওয়াফ-ফাইতাহু মিন্না ফাতাওয়াফফাহু আলাল ইসলাম। আল্লাহুম্মা লা তাহারামনা আজরাহু, ওয়া লা তুজিল্লুনা বাদাহু। আল্লাহুম্মাগফির লাহু, ওয়ারহামহু, ওয়া আফিহি, ওয়াঅ্ফু আনহু, ওয়া আকরিম নুযুলাহু, ওয়া ওয়াসসি মুদখালাহু, ওয়াগসিলহু বিলমায়ি ওয়াস সালজি ওয়াল বারাদি, ওয়া নাক্কিহি মিনাল খাতাইয়া কামা নাক্কাইতাস সাওবাল আবইয়াদ্বা মিনাদ দানাসি, ওয়া আবদিলহু দারান খাইরাম মিন দারিহি, ওয়া আহলান খাইরাম মিন আহলিহি, ওয়া যাওজান খাইরাম মিন যাওজিহি, ওয়া আদখিলহুল জান্নাতা ওয়া আইযহু মিন আযাবিল ক্বাবরি ওয়া মিন আযাবিন নার।

(হে আল্লাহ! আপনি ক্ষমা করুন আমাদের জীবিতদের এবং মৃতদের, ছোটদের এবং বড়দের, পুরুষদের এবং নারীদের, উপস্থিতদের ও অনুপস্থিতদের। হে আল্লাহ! আমাদের মধ্য থেকে যাকে আপনি জীবিত রাখবেন, তাকে ইসলামের উপর জীবিত রাখুন এবং যাকে আপনি মৃত্যু দেবেন, তাকে আপনি ঈমানের উপর মৃত্যু দান করুন। হে আল্লাহ! তার (তার জন্য দোয়া করার বা সবর করার) পুরস্কার থেকে আমাদের বঞ্চিত করবেন না এবং তার পরে আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করবেন না। হে আল্লাহ! আপনি তাকে ক্ষমা করুন, রহমত করুন, নিরাপত্তা দান করুন, তাকে মাফ করে দিন, তাকে সম্মানের সাথে আপনার কাছে স্থান দান করুন, তার প্রবেশস্থান (আবাসস্থান) প্রশস্ত করুন, তাকে পানি, বরফ ও শীতল দিয়ে ধৌত করুন, তাকে পাপরাশি থেকে এমনভাবে পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন করুন যেভাবে সাদা কাপড়কে ময়লা থেকে পরিচ্ছন্ন ও ঝকঝকে করেছেন। তাকে দান করুন তার (ফেলে যাওয়া) বাড়ির চেয়ে উত্তম বাড়ি, তার পরিজনের চেয়ে উত্তম পরিজন, তার দাম্পত্য সঙ্গীর চেয়ে উত্তম সঙ্গী। তাকে আপনি জান্নাত প্রদান করুন এবং কবরের ও জাহান্নামের আযাব থেকে রক্ষা করুন।

- মৃত ব্যক্তি নাবালক হলে – "আল্লাহুম্মাজ আলহু লানা ফারাতাও ওয়া জুখরাও লি ওয়ালিদাইহি, ওয়া শাফিয়া মুজাবা। আল্লাহুম্মা ছাক্কিল বিহি মাওয়াঝিনাহুমা, ওয়াজিম বিহি উজুরাহুমা, ওয়ালহিকহু বিসালিহিল মুমিনিনা, ওয়াজআলহু ফি কাফালাতি ইবরাহীমা, ওয়া ক্বিহি বিরাহমাতিকা আজাবাল জাহিম।"

(হে আল্লাহ, তাকে একজন বাধ্য, তার পিতামাতার প্রতি দয়াশীল, একজন সুপারিশকারী এবং একজন উত্তরদাতা করুন। হে আল্লাহ, এর সাথে তাদের আমলের পাল্লা ভারী করুন এবং তাদের পুরস্কারগুলি আরও বৃদ্ধি করে দিন এবং তাকে ধার্মিক বিশ্বাসীদের সাথে যুক্ত করুন এবং একে ইব্রাহিমের দলে শামিল করে নিন এবং আপনার রহমতের দ্বারা তাকে জাহান্নামের শাস্তি থেকে রক্ষা করুন)।

৪. চতুর্থ তাকবিরের পর কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে ডান দিকে একবার সালাম ফিরাবেন।

Janaezbh
+97339804646

অনুবাদক: Al-Andalus Group LTD
www.alandalusgroup.co.uk

বিষয়বস্তু পরিবর্তন না করে মুদ্রণ ও প্রকাশ করার অধিকার প্রত্যেক মুসলমানের রয়েছে।